بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।
১৬ আশ্বিন ১৪৩০
০১ অক্টোবর ২০২৩

বাণী

বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল আই এর পঁচিশ বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে আমি চ্যানেলটির দর্শকশ্রোতা, কলাকুশলী, শুভানুধ্যায়ীসহ চ্যানেল আই পরিবারকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের বিকাশ, জনমত গঠন এবং সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনায় গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। গণমাধ্যম সময়ের কথা বলে, অতীতের সাথে বর্তমানের যোগসূত্র স্থাপন করে এবং ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে পথ দেখায়। সরকার অবাধ তথ্যপ্রবাহ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তবে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে সরকারের পাশাপাশি গণমাধ্যমের মালিকপক্ষ ও কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্বশীল ভূমিকা অপরিহার্য। পাশাপাশি দেশীয় টেলিভিশন চ্যানেলগুলোকে আমাদের সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বস্তুনিষ্ঠ অনুষ্ঠান প্রচারে এগিয়ে আসতে হবে। গণমাধ্যমসমূহ দেশ ও জনগণের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে অধিকতর দায়িত্বশীলতার সাথে সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করবে– এটাই সকলের প্রত্যাশা।

প্রতিষ্ঠার পর হতে চ্যানেল আই বাঙালি সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রেখে বিভিন্ন অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার করে আসছে। দেশের কৃষি উন্নয়ন, পরিবেশ ও প্রকৃতির সংরক্ষণ এবং গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রসারে চ্যানেল আই এর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান প্রচারের পাশাপাশি বাঙালির হাজার বছরের বর্ণাঢ্য ইতিহাস ও ঐতিহ্য লালন এবং তা বিশ্বদরবারে তুলে ধরতে চ্যানেল আই অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে যাবে– এ প্রত্যাশা করছি।

আমি চ্যানেল আই এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৬ আশ্বিন ১৪৩০
০১ অক্টোবর ২০২৩

বাণী

স্যাটেলাইট টেলিভিশন 'চ্যানেল আই' ২৫ বছরে পদার্পণ করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি চ্যানেলটির পরিচালনা পর্ষদ, সাংবাদিক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও কলাকুশলীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে গণমাধ্যমের অবাধ বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখেন। গণমাধ্যম যাতে শক্তিশালী হয় এবং পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করতে পারে জাতির পিতা তা নিশ্চিত করেন। তিনি সাংবাদিকদের বেতন-ভাতা নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের অসামান্য অবদানের কথা তুলে ধরে এর জাতীয় স্বীকৃতির ব্যবস্থা করেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে তখনই জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেশের গণমাধ্যমের বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৯৬ সালে আমরা প্রথমবারের মতো দেশে বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চালুর অনুমোদন দেই, যার ফলে সম্প্রচার জগতে এক নবতর অধ্যায়ের সূচনা হয়।

২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর আমরা 'তথ্য অধিকার আইন-২০০৯' প্রণয়ন করি এবং 'তথ্য কমিশন' প্রতিষ্ঠা করি। গণমাধ্যমের সবচেয়ে বড় বিকাশ ঘটেছে আমাদের সরকারের গত সাড়ে ১৪ বছরে। এ সময়ে আমরা বেসরকারিখাতে ৪৫টি টেলিভিশন, ২৮টি এফএম রেডিও, ৩২টি কমিউনিটি রেডিও এবং ১৪টি আইপিটিভিসহ অসংখ্য সংবাদপত্র, অনলাইন পোর্টালের অনুমোদন দিয়েছি। আমাদের সরকার দেশের গণমাধ্যমকে অবারিত করতে জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা-২০১৭, জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা-২০১৪ সহ বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণে দক্ষ, যোগ্য কলাকুশলী এবং নির্মাতা সৃষ্টির জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রি ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন-২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। আমরা সাংবাদিকদের কল্যাণে 'বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠা করেছি। 'গণমাধ্যমকর্মী (চাকুরির শর্তাবলী) আইন-২০২২' চূড়ান্ত অনুমোদন পর্যায়ে রয়েছে। সংবাদপত্রে কর্মরত সাংবাদিক, কর্মচারী ও প্রেস শ্রমিকদের কল্যাণে ইতিমধ্যে নবম ওয়েজবোর্ড কার্যকর করা হয়েছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকদেরকেও ওয়েজবোর্ডের আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার ফলে দেশে স্মরণকালের সবচেয়ে বেশি গণমাধ্যমের বিকাশ ঘটেছে। বর্তমানে দেশে ১৩ কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করছে যা অনলাইন মিডিয়া, আইপিটিভি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যাপক প্রসারে ও তথ্য প্রবাহে যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ দেশের সম্প্রচার জগতে বিরাট সুযোগের সৃষ্টি করেছে। দেশের সব টেলিভিশন চ্যানেল এখন অনেক সাশ্রয়ী ব্যয়ে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশের সকল অগ্রযাত্রা ও অর্জনে দেশের গণমাধ্যম অবিচ্ছেদ্য অংশীদার ও সহযাত্রী। আমার প্রত্যাশা, চ্যানেল আই সামাজিক দায়বদ্ধতা বজায় রেখে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ, তথ্য ও অনুষ্ঠান পরিবেশন করবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখবে। আবহমান বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরে দেশের মানুষের উন্নত মনন গঠন, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদসহ নানা অপতৎপরতা দমনে জনসচেতনতার সৃষ্টিতে আরও বেশি অবদান রাখবে।

আমরা 'রূপকল্প-২০৪১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ তথা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। আমি আশা করি, আমাদের এই লক্ষ্য অর্জনে এবং গণতন্ত্র ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় 'চ্যানেল আই' আরও ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

আমি 'চ্যানেল আই' এর ২৫ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য এবং চ্যানেলটির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

চ্যানেল আই তার পথচলার ২৪ বছর পূর্ণ করেছে জেনে আমি আনন্দিত। ২৫ বছরে পদার্পণের এ আনন্দঘন মুহূর্তে চ্যানেল আই পরিবারের সবাইকে আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। এদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনারবাংলা গড়ার কারিগর ও 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'র স্বপ্নদ্রষ্টা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন ও গণমাধ্যমের স্বাধীন বিকাশে বিশ্বাসী। দেশের টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর আমাদের নিজস্ব বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে সম্প্রচার পরিচালনা আমাদের প্রযুক্তিগত সক্ষমতারই পরিচায়ক।

বাংলাদেশের স্যাটেলাইট টেলিভিশনগুলো বাঙালি সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে দেশ ও বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে। সেক্ষেত্রে চ্যানেল আই এগিয়ে রয়েছে। তাদের সংবাদ পরিবেশনায় রয়েছে বস্তুনিষ্ঠতা এবং আকর্ষণীয় ও তথ্যবহুল অনুষ্ঠান সম্প্রচারও তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

প্রযুক্তির ক্রমবিকাশের সঙ্গে টেলিভিশন এখন মুহূর্তের মধ্যে সারাবিশ্বকে তুলে ধরছে। চ্যানেল আই সংবাদ ও অনুষ্ঠান পরিবেশনের এই ধারা আগামী দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে– এমন প্রত্যাশা রইল।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. হাছান মাহমুদ এমপি

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের শুভেচ্ছা
জয় হোক টেলিভিশনের

একজন শিপলুর কথা বলি।
শিপলুর বয়স এখন কত?

ত্রিশ পার হয়ে গেছে। পড়াশোনা করেছে। শিপলু এখন কাজ করে টেলিভিশনে। তবে কোনো টেলিভিশনে চাকরি করে না। শিপলুর জীবনে অনেক ঘাত প্রতিঘাত গিয়েছে। কিন্তু তাকে সবসময় উৎসাহ দিয়েছে টেলিভিশনের একটি চরিত্র মানুষ। তাকে বাস্তবে দেখেছে সে অনেক পরে। যদিও মানুষটির সঙ্গে তার পরিচয় ছোটবেলা থেকে।

সেই মানুষটির নাম ম্যাকগাইভার। টেলিভিশনের এক সময়কার দুর্দান্ত জনপ্রিয় এক সিরিজের নায়কের নাম ম্যাকগাইভার। ম্যাকগাইভার দেখে শিপলু জীবনের সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে বড় হয়েছে। উৎসাহ পেয়েছে ম্যাকগাইভারের কাছ থেকে।

পড়াশোনা শেষ করে কাজ করেছে বিভিন্ন চ্যানেলে। সে বিদেশি ছবি সরবরাহ করে। এই বিদেশি ছবি সরবরাহ করতে গিয়ে সে বিদেশ থেকে ম্যাকগাইভারও নিয়ে এসেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত ম্যাকগাইভারকে কোনো চ্যানেলে দেখানোর জন্য দেয়নি। নিজে নিজে ম্যাকগাইভারের মতোই সে কাজ করে যাচ্ছে মানুষের উপকারের জন্য। শিপলু আমাদের দেশের আঠারো কোটি মানুষের একজন।

আজকে চ্যানেল আইয়ের ২৫ বছরে বলতে পারি অন্তত একজন মানুষ তার জীবন নির্ধারণ করে। টেলিভিশনকে ভালোবেসে জীবনকে পরিচালিত করেছে। এবং এখন পর্যন্ত আমার ধারণা শিপলু একা নয়, এই সংখ্যা অনেক। যারা টেলিভিশনের ম্যাকগাইভার বা অনেক চরিত্র বুকের মধ্যে রেখে এগিয়ে যাচ্ছে জীবনের কঠিন পথে।

প্রসঙ্গক্রমে বলতে পারি, একজন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, মমতাজউদদীন আহমদ, জামিল চৌধুরী, ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী, আসাদুজ্জামান নূর, মুস্তাফা মনোয়ার, মেয়র আনিসুল হক, শাইখ সিরাজ, ফেরদৌসী রহমান কিংবা ফেরদৌসী মজুমদার, রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, জুয়েল আইচ, হানিফ সংকেত, সুবর্ণা মুস্তাফা, আফজাল হোসেন– প্রত্যেকের জীবনে সফল হওয়ার পেছনে রয়েছে টেলিভিশন। তাদের পেশাগত পরিচয় ছাপিয়ে তারা মানুষের প্রিয়মুখ হয়ে উঠেছেন। তাদের বৃহত্তর জীবনের সাফল্যের পেছনে টেলিভিশনের ব্যাপক অবদান রয়েছে।

ঢাকায়, উপমহাদেশের প্রথম টেলিভিশনের ৫৮ বছর এবং চ্যানেল আইয়ের ২৫ বছরে প্রত্যাশা, আমাদের টেলিভিশন হোক সবার বন্ধু। জয় হোক টেলিভিশনের।
জয়তু টেলিভিশন।

ফরিদুর রেজা সাগর
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

আপন চ্যানেল
রামেন্দু মজুমদার

অনেক টিভি চ্যানেলে যাই, কিন্তু চ্যানেল আই-তে গেলে একটা ভিন্ন অনুভূতি হয়। পরিবেশটা অনেক অন্তরঙ্গ মনে হয়। এর কৃতিত্ব কেবল ফরিদুর রেজা সাগর বা শাইখ সিরাজ কিংবা চ্যানেল আই-র পরিচালকমন্ডলীর নয়, ওখানে যারা কাজ করেন তারাও সবাইকে আপন করে নিতে জানেন। একটি প্রতিষ্ঠানের জন্যে এটা একটা বিরাট অর্জন।

'হৃদয়ে বাংলাদেশ' স্লোগানটি ধারণ করে চ্যানেল আই এবার পঁচিশে পা দিল। পরিপূর্ণ যৌবন এখন। এমন যৌবন জলতরঙ্গ রুধিবে কে? দুই দশকের নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে চ্যানেল আই-র আজকের জায়গায় পৌঁছানো কিন্তু সহজ ছিল না। চ্যানেল আই সময়ের সাথে সাথে নিজেকে বদলেছে। দর্শকের প্রত্যাশাকে গুরুত্ব দিয়েছে। তাই আজ দর্শকের পছন্দের তালিকায় চ্যানেল আই শীর্ষে।

বাংলাদেশের লাল সবুজ চ্যানেল আই-রও প্রিয় রং। বাংলার শ্যামল প্রান্তরে স্বাধীনতার লাল সূর্যকে সব সময়ে সমুন্নত রেখেছে চ্যানেল আই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু, বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি সবসময়ে চ্যানেল আই-র অনুষ্ঠানমালায় প্রাধান্য পেয়েছে।

চ্যানেল আই-র দর্শকনন্দিত অনুষ্ঠানমালার মধ্যে আমি প্রথমেই উল্লেখ করব শাইখ সিরাজ উপস্থাপিত 'হৃদয়ে মাটি ও মানুষ'-এর কথা। এমন একটি আপাত নীরস বিষয়কে শাইখ সিরাজ কী আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরেছেন কৃষি ও কৃষকের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা দিয়ে– যা সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রে তিনি এক নীরব বিপ্লব সাধন করে চলেছেন। 'গান দিয়ে শুরু' দিয়ে আমার প্রায়ই দিন শুরু হয়। রেজানুর রহমান উপস্থাপিত সংবাদপত্রে বাংলাদেশ আমার আরেকটি প্রিয় অনুষ্ঠান। তবে মাঝে মাঝে যখন কর্তাভজা অতিথি পক্ষপাতমূলক আলোচনা করেন, তখন অনুষ্ঠানটির মান ক্ষুণ্ন হয়। দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা জিল্লুর রহমান উপস্থাপিত 'তৃতীয় মাত্রা' চ্যানেল আই-র একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান যেখানে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশের স্বাধীনতা আমরা দেখতে পাই। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের নেতারা যুক্তি-তর্ক দিয়ে নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন।

চ্যানেল আই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ইতিহাস তুলে ধরতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। নাসিরউদ্দিন ইউসুফ উপস্থাপিত 'মুক্তিযুদ্ধ প্রতিদিন'-এর মাধ্যমে রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কাহিনি, বীরাঙ্গনাদের সংগ্রাম, শহিদ পরিবারের কথা আমরা নতুন করে জানতে পারি। চ্যানেল আই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দিবসগুলো পালনে ব্যাপক আয়োজন করে। বিজয়মেলা, রবীন্দ্রমেলা, নজরুলমেলা, হুমায়ূনমেলা, প্রকৃতিমেলা, বাংলা নববর্ষ ইত্যাদির আয়োজন চ্যানেল আই প্রাঙ্গণকে উৎসবমুখর করে তোলে এবং তা সরাসরি সম্প্রচারিত হয়ে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। উৎসকে স্বীকার করলে যে বড়ো হওয়া যায় চ্যানেল আই-র বিটিভি-র জন্মদিন উদ্‌যাপন তার প্রমাণ। মুকিত মজুমদার বাবুর পরিকল্পনায় 'প্রকৃতি ও জীবন' এ সময়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি অনুষ্ঠান।

সাম্প্রতিককালে ইম্পাহানির পৃষ্ঠপোষকতায় 'বাংলাবিদ' অনুষ্ঠান থেকে আমরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনেক কিছু শিখেছি এবং একই সাথে আমাদের কিশোর ছাত্র-ছাত্রীদের শুদ্ধ বাংলা চর্চা ও ভাষার জ্ঞান দেখে মুগ্ধ হয়েছি। কেবল সস্তা বিনোদনের দিকে ধাবিত না হয়ে এ ধরনের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সব চ্যানেলেই যদি প্রচারিত হোত! বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার করে চ্যানেল আই দর্শকের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে। সুস্থ সাংবাদিকতার নৈতিক অবস্থান থেকে চ্যানেল আই কখনও বিচ্যুত হয়নি।

চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে চ্যানেল আই-র ভূমিকা ব্যাপক। ইতোমধ্যে দেড় শতাধিক ভালো ছবি প্রযোজনা করে চ্যানেল আই প্রচুর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারও লাভ করেছে। চ্যানেল আই সবসময়ে সকল শুভ সামাজিক উদ্যোগের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। শিল্পী-সাহিত্যিকদের দুঃসময়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। যখনই আমাদের কোনো ভালো কাজে চ্যানেল আই-র সহযোগিতা চেয়েছি, বিনা বাক্যব্যয়ে তারা সহায়তার হাত প্রসারিত করেছেন। একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হয়েও সামাজিক দায়বদ্ধতায় গুরুত্ব দিয়ে কী করে সাফল্য অর্জন করা যায় চ্যানেল আই তার উজ্জ্বল উদাহরণ।

এতো চ্যানেলের প্রতিযোগিতার মাঝে চ্যানেল আই-র বর্তমান অবস্থান ধরে রাখাটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ সন্দেহ নেই। আজকের মুক্ত আকাশে টিকে থাকার জন্যে চ্যানেল আই-এর বিষয় এবং উপস্থাপনায় আরো আধুনিক হবার সুযোগ রয়েছে। আমার বিশ্বাস ফরিদুর রেজা সাগর আর শাইখ সিরাজের নেতৃত্বে চ্যানেল আই দর্শকের প্রত্যাশা পূরণ করে এগিয়ে যাবে আরও অনেক দূর।

পঁচিশ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে চ্যানেল আই-র সকল কর্মী, শিল্পী, পৃষ্ঠপোষক, শুভানুধ্যায়ী ও দর্শক-কে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু। চ্যানেল আই-র জয় হোক।

পরিচালক ও বার্তা প্রধানের
শুভেচ্ছা

ছোট্ট একটি পরিবার থেকে বিশ্বময় বাঙালির মাঝে স্বপ্ন ও শপথের এক আলোকবিন্দু হয়ে ওঠা একটি গণমাধ্যম চ্যানেল আই। এটি বাংলাদেশের গত চব্বিশ বছরের ইতিহাসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকা একটি বর্ণিল ক্যানভাস।

স্যাটেলাইট দুনিয়ার বিকাশমান সবকিছু স্পর্শ করে আমরা সবসময় জয়গান গেয়ে চলেছি, এর পেছনের সব অবদান পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে থাকা বাঙালি ভাইবোনদের। আর যারা আমাদের দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, বাণিজ্য, অর্থনীতি, কৃষি, প্রকৃতি, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া, তথ্য প্রযুক্তিসহ সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন তারা সবাই নিজস্ব রুচি, বোধ ও ভালোবাসা থেকে এই পরিবারের সঙ্গে মিশেছেন। একই সাথে এদেশের বিকাশমান বহুজাতিক ও দেশীয় শিল্পপণ্যের বাণিজ্য প্রসারে সঙ্গী হতে পেরে আমরা বরাবরই কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। আজ শুধু অগণন মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন।

আজ গভীর ভালোবাসা ও ভালোলাগা নিয়ে স্মরণ করছি চ্যানেল আইয়ের প্রথম দিনের সম্প্রচার ব্যস্ততার কথা। সেইদিন বিপুল সংখ্যক বাঙালি বন্ধু আমাদের দিকে তাদের আন্তরিক দৃষ্টি রেখেছিলেন, দেশবাসী চোখ রেখেছিলেন নতুন এক পর্দায়। আজও তাদের সেই ভালোবাসা দৃষ্টি সেখানেই রয়েছে।

পথে পথে বাধা, প্রতিবন্ধকতা, চ্যালেঞ্জ ছিল। মানুষের ভালোবাসার তোড়ে সেগুলো উধ্বে গেছে চ্যানেল আই।

আজ গণমাধ্যম বহুমাত্রিক হয়েছে। ব্যক্তি মানুষ একাকী গণমাধ্যম হয়ে সবকিছুকে যেন হাতের মুঠোয় ধরতে পারছে। আসলে সেটি এক ধুম্রজাল। গণমাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন যে বিশালতা, যে গণদায়িত্ব, যে কর্তব্য ধারণ করে, সেই পূর্ণতা অর্জন করা কেবল টেলিভিশন শিল্পের পক্ষেই সম্ভব।

বিশ্বময় বাঙালি বন্ধুদের জন্য ছড়িয়ে দিলাম পঁচিশের উচ্ছ্বাস।

শাইখ সিরাজ
পরিচালক ও বার্তা প্রধান

ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড, চ্যানেল আই পরিচালনা পর্ষদ

আবদুর রশিদ মজুমদার

এনায়েত হোসেন সিরাজ

জহিরউদ্দিন মাহমুদ মামুন

ফরিদুর রেজা সাগর

মুকিত মজুমদার বাবু

রিয়াজ আহমেদ খান

শাইখ সিরাজ